L3

নিচে **স্নাতক স্তর (UG), ষষ্ঠ সেমেস্টারের জন্য উপযোগী**,
বিশদ, বিশ্লেষণধর্মী ও পরীক্ষামুখী স্টাডি ম্যাটেরিয়াল প্রদান করা হলো।
প্রতিটি অংশে **ধারণাগত ব্যাখ্যা, তাত্ত্বিক আলোচনা ও উদাহরণ** যুক্ত করা হয়েছে।

কর্তৃত্ব (Authority): ধারণা, প্রকারভেদ ও ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্ক

---

১. ভূমিকা (Introduction)

রাজনীতির অন্যতম মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো **কর্তৃত্ব (Authority)**। সমাজে শাসনব্যবস্থা কেবল বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না; তার জন্য প্রয়োজন **বৈধতা ও স্বীকৃতি**। এই বৈধ ও স্বীকৃত ক্ষমতাকেই কর্তৃত্ব বলা হয়। রাষ্ট্র, সরকার, আইন, প্রশাসন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান—সব ক্ষেত্রেই কর্তৃত্ব একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। কর্তৃত্বের ধারণা বোঝা মানে রাজনৈতিক শাসনের নৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি বোঝা।

---

২. কর্তৃত্বের ধারণা (Concept of Authority)

২.১ কর্তৃত্বের অর্থ

কর্তৃত্ব বলতে বোঝায় এমন এক ক্ষমতা, যা সমাজের সদস্যরা **বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নেয়** এবং যার প্রতি তারা স্বেচ্ছায় আনুগত্য প্রকাশ করে।

সহজ ভাষায় বলা যায়—
☞ **কর্তৃত্ব হলো স্বীকৃত ও বৈধ ক্ষমতা**।

এখানে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক জোর বা ভয়ের উপর নয়, বরং সম্মতি ও গ্রহণযোগ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

২.২ কর্তৃত্বের সংজ্ঞা

- **ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber)**–এর মতে—

  > "Authority is the probability that a command with a specific content will be obeyed by a given group of persons."
  > অর্থাৎ কর্তৃত্ব হলো এমন ক্ষমতা, যার আদেশ মানুষ স্বেচ্ছায় মান্য করে।

- **কার্ল জে. ফ্রিডরিখ (Carl J. Friedrich)**–এর মতে—

  > কর্তৃত্ব এমন ক্ষমতা, যা যুক্তি ও বৈধতার মাধ্যমে আনুগত্য আদায় করে।

☞ এই সংজ্ঞাগুলি থেকে বোঝা যায়, কর্তৃত্বের মূল উপাদান হলো **বৈধতা, সম্মতি ও আনুগত্য**।

---

৩. কর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Authority)

কর্তৃত্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে—

1. **বৈধতা**: কর্তৃত্ব আইন, প্রথা বা সামাজিক স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত।
2. **স্বেচ্ছাসম্মত আনুগত্য**: শাসিতরা জোরে নয়, স্বেচ্ছায় কর্তৃত্ব মেনে চলে।
3. **স্থিতিশীলতা**: কর্তৃত্ব ক্ষমতার তুলনায় বেশি স্থায়ী।
4. **নৈতিক ভিত্তি**: কর্তৃত্ব প্রায়শই নৈতিক ও আদর্শগত সমর্থন পায়।

---

৪. কর্তৃত্বের প্রকারভেদ (Types of Authority)

কর্তৃত্বের প্রকারভেদ বিশ্লেষণে **ম্যাক্স ওয়েবারের শ্রেণিবিভাগ** সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

৪.১ প্রথাগত কর্তৃত্ব (Traditional Authority)

ধারণা

এই ধরনের কর্তৃত্ব প্রথা, রীতি ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

বৈশিষ্ট্য

- দীর্ঘদিনের সামাজিক প্রথার স্বীকৃতি
- উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা হস্তান্তর
- পরিবর্তনের প্রতি অনীহা

উদাহরণ

- রাজতন্ত্র
- সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

☞ মানুষ এই কর্তৃত্ব মানে, কারণ "এভাবেই সবসময় হয়ে এসেছে"।

৪.২ ক্যারিশম্যাটিক কর্তৃত্ব (Charismatic Authority)

ধারণা

এই কর্তৃত্ব ব্যক্তির অসাধারণ গুণ, ব্যক্তিত্ব বা নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল।

বৈশিষ্ট্য

- ব্যক্তিকেন্দ্রিক
- আবেগ ও বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল
- সাধারণত অস্থায়ী

উদাহরণ

- মহাত্মা গান্ধী
- নেলসন ম্যান্ডেলা

☞ নেতার প্রতি ব্যক্তিগত বিশ্বাস থেকেই আনুগত্য সৃষ্টি হয়।

৪.৩ আইনগত-যুক্তিবাদী কর্তৃত্ব (Legal–Rational Authority)

ধারণা

এই কর্তৃত্ব আইন, সংবিধান ও যুক্তিনির্ভর নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বৈশিষ্ট্য

- লিখিত আইন ও নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
- ব্যক্তির নয়, পদ বা অফিসের কর্তৃত্ব
- আধুনিক রাষ্ট্রে সর্বাধিক প্রচলিত

উদাহরণ

- গণতান্ত্রিক সরকার
- আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা

☞ মানুষ আইন মেনে চলে, ব্যক্তিকে নয়।

---

৫. কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্ক (Relationship between Authority and Power)

৫.১ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পার্থক্য

- **ক্ষমতা** হলো অন্যের আচরণ নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য।
- **কর্তৃত্ব** হলো সেই ক্ষমতা, যা বৈধ ও স্বীকৃত।

সব ক্ষমতা কর্তৃত্ব নয়, কিন্তু সব কর্তৃত্ব ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

৫.২ কর্তৃত্ব কীভাবে ক্ষমতাকে বৈধ করে

ক্ষমতা যখন আইনি, নৈতিক বা সামাজিক স্বীকৃতি পায়, তখন তা কর্তৃত্বে পরিণত হয়। বৈধতা ছাড়া ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

৫.৩ কর্তৃত্বের অবক্ষয় ও ক্ষমতার সংকট

যখন শাসনের বৈধতা হারায়—

- জনগণের সম্মতি কমে যায়
- শাসন বলপ্রয়োগের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে
  → তখন কর্তৃত্বের সংকট দেখা দেয়।

---

৬. আধুনিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণে কর্তৃত্ব

আধুনিক গণতন্ত্রে কর্তৃত্ব—

- সংবিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ
- জবাবদিহিতার অধীন
- জনগণের সম্মতির উপর নির্ভরশীল

☞ কর্তৃত্ব আর অন্ধ আনুগত্য নয়, বরং **সমালোচনামূলক সম্মতি**।

---

৭. উপসংহার (Conclusion)

কর্তৃত্ব রাজনৈতিক শাসনের নৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি। ক্ষমতা তখনই কার্যকর ও স্থায়ী হয়, যখন তা কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হয়। প্রথাগত, ক্যারিশম্যাটিক ও আইনগত-যুক্তিবাদী কর্তৃত্বের বিশ্লেষণ আমাদেরকে শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করে। তাই কর্তৃত্ব রাজনৈতিক চিন্তার একটি অপরিহার্য ধারণা।

✍ পরীক্ষামুখী সম্ভাব্য প্রশ্ন

1. কর্তৃত্ব বলতে কী বোঝো? এর প্রকারভেদ আলোচনা করো।
2. ম্যাক্স ওয়েবারের কর্তৃত্বের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করো।
3. ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করো।

নিচে **উল্লিখিত তিনটি প্রশ্নের জন্য বিস্তারিত, সুসংগঠিত ও পরীক্ষামুখী উত্তর** প্রদান করা হলো।
(স্তর: স্নাতক / ষষ্ঠ সেমেস্টার | ১০–১৫ নম্বর উপযোগী | ভাষা: একাডেমিক বাংলা)

---

১. কর্তৃত্ব বলতে কী বোঝো? এর প্রকারভেদ আলোচনা করো।

উত্তর :
রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার একটি মৌলিক ধারণা হলো **কর্তৃত্ব (Authority)**। সমাজে শাসন দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকর হতে হলে কেবল বলপ্রয়োগ যথেষ্ট নয়; তার জন্য প্রয়োজন জনগণের **স্বীকৃতি ও সম্মতি**।

কর্তৃত্বের সংজ্ঞা

কর্তৃত্ব বলতে এমন ক্ষমতাকে বোঝায়, যা সমাজের সদস্যরা **বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নেয়** এবং যার প্রতি তারা স্বেচ্ছায় আনুগত্য প্রকাশ করে।
ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, কর্তৃত্ব হলো এমন ক্ষমতা যার আদেশ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মান্য করে।

কর্তৃত্বের প্রকারভেদ

ম্যাক্স ওয়েবার কর্তৃত্বকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করেছেন—

1. **প্রথাগত কর্তৃত্ব (Traditional Authority)**
   এই কর্তৃত্ব প্রথা, রীতি ও দীর্ঘদিনের সামাজিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। রাজতন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এর উদাহরণ। এখানে মানুষ কর্তৃত্ব মানে কারণ "এভাবেই সবসময় হয়ে এসেছে"।
2. **ক্যারিশম্যাটিক কর্তৃত্ব (Charismatic Authority)**
   এই কর্তৃত্ব ব্যক্তির অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্বগুণ বা নৈতিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। মহাত্মা গান্ধী বা নেলসন ম্যান্ডেলা এই ধরনের কর্তৃত্বের উদাহরণ। এটি সাধারণত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও অস্থায়ী।
3. **আইনগত-যুক্তিবাদী কর্তৃত্ব (Legal–Rational Authority)**
   এই কর্তৃত্ব আইন, সংবিধান ও যুক্তিনির্ভর নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই ধরনের কর্তৃত্ব সর্বাধিক প্রচলিত।

উপসংহার:
এই তিন প্রকার কর্তৃত্ব সমাজে শাসনের বৈধতা ও স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

---

২. ম্যাক্স ওয়েবারের কর্তৃত্বের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর :
জার্মান সমাজতাত্ত্বিক **ম্যাক্স ওয়েবার** কর্তৃত্বের একটি প্রভাবশালী ও সুপরিচিত শ্রেণিবিভাগ প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, মানুষ কেন ও কীভাবে শাসনের আনুগত্য করে—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই কর্তৃত্বের শ্রেণিবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, **প্রথাগত কর্তৃত্ব** প্রথা ও রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে শাসনের বৈধতা আসে অতীত ঐতিহ্য থেকে। রাজা বা সামন্ত প্রভুর ক্ষমতা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত, **ক্যারিশম্যাটিক কর্তৃত্ব** নেতার ব্যক্তিগত গুণাবলি ও অসাধারণ নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল। এই ধরনের কর্তৃত্ব আবেগ ও বিশ্বাসের উপর গড়ে ওঠে এবং সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

তৃতীয়ত, **আইনগত-যুক্তিবাদী কর্তৃত্ব** যুক্তি, আইন ও নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে ব্যক্তি নয়, বরং পদ বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃত্বের উৎস। আধুনিক রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এই ধরনের কর্তৃত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

মূল্যায়ন:
ওয়েবারের এই শ্রেণিবিভাগ শাসনব্যবস্থার বৈধতার উৎস ব্যাখ্যা করতে বিশেষভাবে সহায়ক এবং আধুনিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

৩. ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করো।

উত্তর :
ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হলেও তারা এক নয়।

ক্ষমতা (Power) হলো এমন সামর্থ্য, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্যের আচরণ বা সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করতে পারে। এই ক্ষমতা বলপ্রয়োগ, অর্থনৈতিক শক্তি বা সামাজিক প্রভাবের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে এবং সব সময় বৈধ নাও হতে পারে।

অন্যদিকে, **কর্তৃত্ব (Authority)** হলো সেই ক্ষমতা, যা সামাজিকভাবে বৈধ ও স্বীকৃত। কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে শাসিতরা স্বেচ্ছায় আনুগত্য প্রকাশ করে।

ক্ষমতা তখনই দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকর হয়, যখন তা কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হয়। বৈধতা ও সম্মতি ছাড়া ক্ষমতা কেবল ভয় বা বলপ্রয়োগের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, যা শেষ পর্যন্ত শাসন সংকট সৃষ্টি করে।

উপসংহার:
সব কর্তৃত্ব ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সব ক্ষমতা কর্তৃত্ব নয়। কর্তৃত্ব হলো ক্ষমতার নৈতিক ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য রূপ।